শিশু পাচার, কিডনি চুরির গোজব ভিলেন সোশ্যাল মিডিয়া

-জয়ন্ত দেবনাথ

২০১৮ সালের জুন মাসের শেষ সপ্তাহটি ত্রিপুরার ইতিহাসে একটি কালো অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। একেবারেই অবিশ্বাসযোগ্য একটি গোজবকে ভর করে চার দিনের ব্যবধানে পর পর চারটি খুন এবং কম করেও দশ জনের আহত হবার ঘটনা অতি সম্প্রতি এ রাজ্যে এর আগে ঘটেছে বলে মনে পড়ছে না। এক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করে শিশু পাচার, কিডনি পাচারের মতো একটি স্পর্শকাতর ইস্যুকে কেন্দ্র করে যেভাবে রাজ্যজুড়ে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে তার দায়ভার কার এনিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ, রাজ্য প্রশাসন শুধু গোজব বন্ধেই ব্যর্থ হয়নি, উল্টো গোজব বন্ধের নামে প্রশাসন যেভাবে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দিয়ে রাজ্যবাসীকে ফের একটা অচলবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়েছে এনিয়েও কথা উঠেছে। রাজ্যের চারটি জায়গায় সঙ্ঘটিত এসব ঘটনায় ২৯ জুন বিকাল পর্যন্ত মোট দশজনকে পুলিশ আটক ও গ্রেপ্তার করেছে বলে পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য।

অভিযোগ উঠেছে, ইতিপূর্বে বিধানসভা ভোটের মুখে আইপিএফটি-র জাতীয় সড়ক অবরোধ মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়ে যেভাবে গোজব বন্ধের নামে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দিয়ে জনমনে বিভ্রান্তির পরিবেশ তৈরি করেছিল তার থেকে এরাজ্যের প্রশাসন কোন শিক্ষাই নেয়নি। অথচ যারা ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট কিংবা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় গোজব ছড়িয়ে যাচ্ছে একটু পরিশ্রম করলেই পুলিশ তাদেরকে পাকড়াও করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির কঠোর বার্তা দিতে পারতো। কেননা, শুধু সোশ্যাল মিডিয়ায় অপপ্রচার নয়, একাধিক ক্ষেত্রে জনসমক্ষে গনধোলাই- এর নামে অপরিচিত লোকদের ছেলে ধরা, শিশু পাচারকারী ইত্যাদি সন্দেহে প্রকাশ্যে খুন হতে হয়েছে। এক্ষেত্রে সাব্রুমের কালাছড়ার ঘটনাতো আরও মারাত্মক। প্রশাসনের গোজব বিরোধী জনসচেতনতামূলক প্রচার গাড়ীকেই গোজব রটনাকারীরা টার্গেট করেছে এবং একজনকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। একজন দুজনে মিলে গোপনে এই কাজটি করেছেন এমনটাও নয়। প্রকাশ্যে রাস্তার উপর গাড়ী থামিয়ে তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে এবং অন্য দুজনকে আহত করা হয়েছে। সভ্য সমাজে এমন ঘটনা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায়না।

কলাছড়ার ঘটনায় নিহতের নাম সুকান্ত চক্রবর্তী। পেশায় তবলা বাদক। এ ঘটনায় আরও দু'জন আহত হয়েছেন। পুলিশ হরিধন ত্রিপুরা (৪৮), আশিস দাস (২৪), বীরেন্দ্র মোহন ত্রিপুরা (৪৫) সহ মোট চারজনকে এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার করেছে।

এর আগে ২৮ জুনের অন্য একটি ঘটনায় সিধাই থানাধীন উড়াবাড়ীতে বিহারের এক কাপড় ফেরিওয়ালা জাবিদ খান (৩০)-কে ছেলেধরা সন্দেহে পিটিয়ে খুন করে গোজব রটনাকারীরা। এ ঘটনায় উত্তরপ্রদেশের খুরশিদ খান (২২), বিহারের গোলজান আহমেদ (২৯), রাজধানী অভয়নগরের স্বপন মিয়া আহত হয়েছে এবং সিধাই থানার কনস্টেবল সুমিত সান্যাল দুষ্কৃতীকারীদের হামলা প্রতিরোধ করতে গিয়ে আহত হয়ে এক্ষণে হাসপাতালে ভর্তি আছেন। এ ঘটনায় আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত গ্রেপ্তারের কোন খবর নেই।

একই রকমভাবে গত ২৮ জুন আগরতলা রেল স্টেশনে গোজবের শিকার হয়েছেন নয়নমণি কিয়ন্ত (২৮) ও জিতু মোদি (২১) ও লক্ষ্মীকান্ত দাস (২৫) নামে আসামের মালিগাও এর তিন যুবক। হামলাকারীদের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে অমলকান্তি বিশ্বাস নামে আর পি এফ-এর এর জওয়ান এ ঘটনায় আহত হয়েছে। পুলিস পূজন দেব্বর্মা (২৬), সমির দে (২২), গৌরব দেব ও নিতাই মজুমদার (৪০) নামে চার যুবককে আমতলী থানাধীন রায় কলোনী ও কালিমাতা সংঘ এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে। এছাড়া ২৭ জুন রাতে পৃথক পৃথক দুটি ঘটনায় বিশালগড় থানাধীন লক্ষ্মীবিল এলাকায় অজ্ঞাত পরিচয় এক মহিলাকে ছেলেধরা সন্দেহে স্থানীয় জনতা পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন এক মহিলা। তার নাম ঋতু সরকার (১৯)। বাড়ী রাজধানীর ভাটী অভয়নগর। পরে হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। পুলিশ বিপ্লব দেবনাথ (৩৮), বিনয় দেবনাথ (৪০), সমীর নম দাস (৩১) ও টুটন দাস (৩৬) নামে চার জনকে এ ঘটনায় আটক ও গ্রেপ্তার করেছে।

এক্ষেত্রে প্রকাশ্য রাস্তায় গন ধোলাই-র নামে এধরনের মৃত্যুর ঘটনা এ রাজ্যে এর আগেও একাধিকবার ঘটেছে। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘটনার কিছু দিন পর সব কিছু সবাই ভুলে গেছে। পুলিশ অভিযুক্ত খুনিদের বিরুদ্ধে কার্যকরী কোন ব্যবস্থা গ্রহন না করে ঘটনা চেপে গেছেন। ফলে সাধারন মানুষ ধরেই নিয়েছেন গণধোলাই-এ মৃত্যুর ঘটনায় জড়ালেও কিছু হবে না। যদি পুলিশ একটি ক্ষেত্রেও গণধোলাই এর ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারতো তাহলে মানুষ একটু হলেও এধরনের ঘটনায় জড়ানোর আগে ভাবতেন। অথচ সোশ্যাল মিডিয়ায় অপপ্রচারে জড়িত কিংবা গনধোলাই-র মতো ঘটনায় যুক্তদের কঠোর হাতে মোকাবেলায় যে পুলিশের কাছে শক্তপোক্ত আইন নেই তাও নয়। কিন্তু বাস্তবে এটা হয়নি। হচ্ছে না।

এখানে প্রসঙ্গত একটা বিষয় বলা দরকার যে, কিডনি কিংবা শিশু পাচারের গোজব কিন্তু গত ক'দিন ধরে হঠাৎ করে এ রাজ্যে চলে আসেনি। এর আগে গত মাস দুয়েক ধরে সুদুর গুজরাট

থেকে শুরু করে ছত্রিশগড়, আসাম, ঝাড়খন্ড, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ইত্যাদি বহু রাজ্যে এধরনের ঘটনা ঘটেছে এবং দেখা গেছে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভিলেন সোশ্যাল মিডিয়া। তাই দেশ জুড়ে আজ সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করে অপপ্রচার ও গোজব রোধে কঠোর সরকারী ব্যবস্থাপনার দাবী উঠেছে। একই দাবী এরাজ্যেও উঠেছে।

১৭ অক্টোবর ২০০০ সালে দেশে ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যাক্ট চালু হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তির প্রচার প্রসারের পর প্রযুক্তির অপব্যবহারে দেশজুড়ে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে ভেবে সংশ্লিস্ট আইন প্রনেতারা কি ধরনের আইনী পদক্ষেপ এসব ক্ষেত্রে নিতে হবে তারও বিধান দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু সমস্যা হলো এই আইনটির যারা সফল প্রয়োগ করবেন বা সংশ্লিষ্ট আইন অমান্য করা হলে যারা ব্যবস্থা গ্রহন করবেন সেই পুলিশ কর্তারাই এখনো এ ব্যাপারে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নন। তাই গত ১৭ বছরে আইনটি চালুর পর দেড় থেকে দুই শতাধিক ছোট বড় সাইবার ক্রাইম এ রাজ্যে সংঘটিত হলেও খুব কম ক্ষেত্রেই পুলিশ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহন করতে পেরেছেন আইন আমান্যকারীদের বিরুদ্ধে। আর পুলিশের এই অতি নিষ্ক্রিয়তার কারনে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি নির্ভর অপরাধ এড়ানো দূরের কথা গত কবছর ধরে সাইবার ক্রাইমের ঘটনা বেড়েই চলেছে। অথচ সংশ্লিষ্ট আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, আইটি অ্যাক্ট এর ৬৭ ধারা অনুযায়ীও সোশ্যাল মিডিয়াতে অপপ্রচার, তা কোন ছবির আকারেই হোক, চাই লেখা কিংবা ভিডিও আপলোডিং পুলিশ অভিযুক্তকে চিহ্নিত করতে পারে। এবং অভিযোগ প্রমানিত হলে তিন বছরের জেল এবং পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা হতে পারে।

এছাড়া সি আর পি সির ৫০৪, ৫০৫, (১) সি এবং ৫০৯ ধারায় এবং আই পি সি-র ১৫৩ , ২৯৫, ৪৯৯, ৫০০ ধারাতেও সোশ্যাল মিডিয়ায় গোজব ও অপপ্রচার রটনাকারীদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারে। এক্ষেত্রে কারোকে অভিযোগ করতে হবে এমন কথাও নেই। পুলিশ যদি মনে করে যে সংশ্লিস্ট ফেসবুক কিংবা ওয়াটসঅ্যাপ পোষ্টটি জনসমক্ষে গেলে কোন অস্বস্তিকর পরিস্থিতি কিংবা দাঙ্গা হাঙ্গামা, ভুল বোঝা-বোঝির জের ধরে অশান্ত পরিবেশ তৈরি হতে পারে তখন পুলিশ নিজের থেকেও ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধ ব্যবস্হা নিতে পারে। তাছাড়া ব্যক্তিগত ভাবেও কেউ যদি মনে করেন সোশ্যাল মিডিয়াতে তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার হচ্ছে, তাতে তার বদনাম হচ্ছে কিংবা ওই অপপ্রচারের কারনে তার প্রান সংশয় হতে পারে তাহলে সেও নিজের থেকে পুলিশ অভিযোগ আনতে পারে। কিংবা আদালতে সরাসরি সিভিল ডিফামেশন কিংবা ক্রিমিনাল কেস করতে পারে। কিন্তু তদন্ত উভয় ক্ষেত্রেই পুলিশের পদাধিকারী অফিসার যিনি ন্যূনপক্ষ ডিএসপি পদ মর্যাদার অফিসার হবেন এমন অফিসারকেই এধরনের অপরাধের তদন্ত করতে হবে।

এক্ষেত্রে সম্প্রতি মাদ্রাজা হাইকোর্টের একটি রায়ে বলা হয়েছে, কোন একটি মিথ্যা ফেসবুক পোস্ট যদি কেউ পোস্ট করে এবং অন্য একজন সেই পোস্টটি অন্য কাউকে ফরোয়ার্ড করে তাহলে প্রথম ব্যক্তির মতো দ্বিতীয় ব্যক্তিও সমান দোষে দোষী হবেন। এবং অভিযোগ প্রমান হলে তারও সমান সাজা হবে।

তাছাড়া দিল্লী হাইকোর্ট এমন কথাও বলেছে যে , যদি কোন ওয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে মিথ্যা প্রচার করা হয় তাহলে ওই গ্রুপের এডমিন যিনি থাকবেন ওই গোজব ছড়ানোর দায়ে মূল অভিযুক্ত তিনিই হবেন। কেননা, দেখা গেছে, বহু ক্ষেত্রে বহু ওয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে মেডিকেল এডভাইস থেকে শুরু করে এমন সব ভিডিও অডিও শেয়ার করা হয় তা মোটেই গ্রহন যোগ্য কিংবা বিজ্ঞান সম্মত নয়। এক্ষেত্রে ইদানিং সোশ্যাল মিডিয়াতে এ রাজ্যের ক্ষেত্রে আরও মারাত্মক যে একটি প্রবনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাহলো একজনের নামে অন্যজন ফেসবুকে আই ডি বানিয়ে নিচ্ছেন। এবং যা খুশী প্রচার করে যাচ্ছেন। তাছাড়া ফেক একাউন্ট-এর কথা বলে তো লাভ নেই। নিজের নাম, ছবি গোপন করে যিনি যা নন, তার বিরুদ্ধে তাই লিখে বদনাম করা হচ্ছে। তাই রাজ্যে এ লক্ষ্যে এক্ষুনিই কঠোর পুলিশ পদক্ষেপ সহ একটি কঠোর আইন তৈরির পাশাপাশি পুলিশ ও বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত করে তোলা প্রয়োজন এটা বলাই বাহুল্য।

(লেখক একজন সিনিয়র জার্নালিস্ট ও ত্রিপুরাইনফো ডটকম এর পরিচালন প্রধান)